জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, নং-১, জানুয়ারি-জুন ২০২০

প্লেটোর শিক্ষাচিন্তা : একটি পর্যালোচনা

জি. এম. তারিকুল ইসলাম*

Abstract

The philosophy of Plato is based on idealism. He believed that education is the most essential factor for the cognitive and spiritual development of human being. In his book 'The Republic' Plato depicts a valuable and significant theory of education. The theory of education is also discussed in his book 'The Laws'. According to Plato children can be educated through games, stories and imitations. He explained a state-controlled education system. Plato was pioneer in analysing a state-controlled education system. He considers that, all type of education system should be governed by laws of the state. In this article educational thought of Plato is being reviewed and the importance and significance are analyzed.

ভূমিকা

জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক প্লেটো তাঁর চিন্তা-চেতনা এবং সৃষ্টিকর্ম দ্বারা বিশ্বচিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে গেছেন। প্লেটোর বিভিন্ন তত্ত্ব: ন্যায়পরতাতত্ত্ব, আদর্শরাষ্ট্র, সাম্যবাদ, সম্পত্তিতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্বসভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্লেটোর পূর্বে কোন দার্শনিক বিশ্ববাসীর সামনে সুস্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ কোন মতবাদ উপস্থাপন করতে পারেননি।[১] তাঁর চিন্তার মধ্যে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শনচিন্তা এবং পদ্ধতি লক্ষ করি। তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ। প্লেটো ছিলেন প্রথম দার্শনিক যিনি শুধু প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে নয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে সেই প্রাচীন যুগে তিনি আমাদেরকে ধারণা দিয়ে গেছেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা সেই প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কেননা তাঁর শিক্ষাচিন্তা ছিল তাঁর বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের নির্যাস। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> ...Plato's educational theory emerges from his philosophical thinking. It is intimately connected with his views about the nature of the state and the end which the citizen should strive to attain.[2]

প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থের অনেক বক্তব্যে বাস্তবতা এবং প্রগতিশীল চিন্তা দেখা যায়। প্লেটোর শিক্ষাচিন্তা দ্বারা পরবর্তীকালের শিক্ষাচিন্তা বেশ প্রভাবিত হয়েছে।[৩] প্লেটো তাঁর শিক্ষা ভাবনায় শিশুকাল থেকে একেবারে উপযুক্ত শাসক হওয়া পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করেছেন যা ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং নিয়ন্ত্রিত।[৪] প্লেটো বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা ছাড়া কোনো ব্যক্তি এবং জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির বিকাশ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্ভব-এ সত্য প্লেটো খুব ভালোভাবেই সে যুগে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করেন শিক্ষাই ব্যক্তির জ্ঞানালোক বৃদ্ধি করে তাকে প্রগতির পথে চালিত করে। প্লেটো নৈতিকতাপূর্ণ জ্ঞানকেই শিক্ষা বলে অভিহিত করেছেন। উত্তম নাগরিক গড়ার মানসে প্লেটোর শিক্ষাদর্শন রচিত হয়েছিল। জাতির উত্তম নেতৃত্ব তৈরির জন্যও তাঁর শিক্ষাচিন্তা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।[৫] যুক্তিশক্তির পাশাপাশি অন্যান্য মানসিক শক্তির বিকাশ এবং জীবনবাদিতার বিষয়টি তাঁর শিক্ষাদর্শনে আমরা দেখতে পাই। এখন প্লেটোর শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে পদ্ধতি একটি মৌলিক বিষয়। গবেষণাকর্ম রচনার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বিষয়বস্তুকে সহজ করে তোলে, বিষয়বস্তুর মৌলিকতা অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। বর্তমান প্রবন্ধের কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণের পাশাপাশি নিজস্ব মত এবং বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রকাশিত বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থে উল্লেখিত বিভিন্ন তত্ত্ব, তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে প্লেটো

প্লেটোর শিক্ষাভাবনার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো ব্যক্তির পরিপূর্ণ সত্তার বিকাশ সাধন করে ব্যক্তিকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যাতে সে তার জীবনকালে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ভালোভাবে পালন করতে সক্ষম হয়। কেননা শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের সঠিক স্ফূরণ ঘটে। এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরা নিজস্ব চিন্তা দ্বারা বিকশিত হবে এবং আদর্শ ধারণ করবে।[৬] রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত ও উপযোগী নাগরিক গড়ে তুলতে হলে আদর্শ শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি মনে করতেন শিক্ষাব্যবস্থা যদি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে না থাকে বেসরকারিভাবে পরিচালিত হয় তবে তা ভালো ফল বয়ে আনবে না। কেননা তখন মানুষ ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করবে আর এতে শিক্ষার সঠিক প্রসার ঘটবে না। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থায় শিক্ষার ধরন এমন হতে পারে না তাই তিনি বাধ্যতামূলক রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন। তবে প্লেটো যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন তৎকালীন সময়ে এথেন্সে এরূপ কোন শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। তাই তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ নাগরিক তৈরি করা। এই আদর্শ নাগরিক নিজ কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে সেবামূলক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করবে। প্লেটো মনে করেন শিক্ষার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নতুন আলোয় উজ্জীবিত করা সম্ভব। তাঁর শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত আছে নৈতিকতা। তিনি মানবজীবনের ক্ষেত্রে নীতিবোধকে অনেক বড় করে দেখেছেন। প্লেটো চেয়েছিলেন জীবন প্রক্রিয়ায় মানুষ সর্বোত্তম আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। আত্মার পুনর্বিন্যাস ঘটবে শিক্ষা অর্জনের মধ্যে দিয়ে। শিক্ষা এখানে একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া।[৭] বিবেকবোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়া শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্লেটোর চিন্তায় আমরা দেখতে পাই, "In Plato's Opinion, the aim of education is human perfection, and with this end in view he suggests a curriculum which comprehends all subjects."[৮] প্লেটোর চিন্তায় শিক্ষাক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা দুটি উপাদানের কথা জানতে পারি।

ক. মানব আত্মার উপযুক্ত ক্রমবিকাশ (Sutible development of soul) এবং
খ. মানসম্মত পরিবেশ (Proper environment)

ব্যক্তির নিজ কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় কল্যাণে ভূমিকা রাখার জন্য সঠিকভাবে ক্রমবিকাশিত অধিকারী ব্যক্তির যেমন প্রয়োজন তেমনি সুন্দর মনোরম অর্থাৎ ব্যক্তির অনুকূল পরিবেশ দরকার। কেননা মানসম্মত পরিবেশেই শিক্ষার্থীর আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়।[৯] শিক্ষার মাধ্যমে প্লেটো ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নতুন আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছেন। প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের সারকথা হিসেবে আমরা পাই- ব্যক্তিকে নৈতিক আদর্শে উজ্জীবিত করে গড়ে তুলে তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীবনের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। তাঁর মতে, শিক্ষা হলো এক ধরনের জন্মান্তরব্যাপী পরিবর্তন প্রক্রিয়া। প্রকৃত আদর্শের দিকে মানবাত্মাকে পরিচালিত করাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য।

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব

গবেষণা কর্মটি প্রকাশিত হলে বিশ্বখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর চিন্তন, মেধা মননের নতুন দিক সম্পর্কে নতুন তথ্য সংযোজিত হবে। এতে করে গবেষক, শিক্ষার্থী, সাধারণ পাঠক এবং প্রাজ্ঞজন শিক্ষা ক্ষেত্রে

প্লেটোর মৌলিক চিন্তা সম্পর্কে বিশেষ করে তৎকালীন প্রাচীন গ্রিসের শিক্ষাব্যবস্থা এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটে তিনি কিভাবে নাগরিকতার জন্য শিক্ষা এবং জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির জন্য প্রধান শিক্ষানীতির রূপরেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তা আরও বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন। বিশ্বের বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাতে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাব। বিশেষ করে প্লেটোর প্রায়োগিক শিক্ষাচিন্তা খুবই সূদুর প্রসারী যার তাৎপর্য অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। বাংলাদেশের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও পুনর্বিন্যাসে আলোচ্য প্রবন্ধটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি। তাই বর্তমান গবেষণা কর্মটির যৌক্তিকতা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতা রয়েছে।

শিক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে প্লেটো

প্লেটো শিশুশিক্ষার্থীর মনোজগতকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই বলে খুব কম বয়সে শিশুর শিক্ষাদান শুরু করা প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেন। শিশুর উপর শিক্ষার নামে কোন কিছু জোর করে প্রয়োগের পক্ষপাতি তিনি ছিলেন না। শিশু শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। প্লেটো তাঁর শিক্ষাচিন্তায় শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে তিনটি নীতি প্রয়োগের কথা বলেছেন :

ক. গল্প বলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা
খ. খেলার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা
গ. অনুকরণ বা অনুসরণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা

প্লেটো মনে করতেন শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে গল্পচ্ছলে। কেননা গল্প বলার মধ্যে দিয়ে শিশুর মনোযোগ সহজে আকৃষ্ট করা যায়। আর শিশুরা স্বভাবতই গল্পপ্রিয় হয়। তাই গল্প-কাহিনির মধ্যে শিশুদেরকে সহজে বিভিন্ন বিষয় শেখানো যায়। আর খেলাধূলাকে প্লেটো তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। প্লেটো জানতেন শিশু মানেই খেলাধূলা প্রিয়। খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ প্রদানের সাথে সাথে শিশুরা সহজে শিখতে পারে। খেলাধূলার বিষয়টি শিশুদের মাঝে নতুন কোন বিষয় শিখতে আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আর অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্যে দিয়ে শিশু নৈতিক ও সামাজিক শিক্ষা লাভ করে।[১০] শিশু তার চারপাশের পরিবেশ থেকে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক ও প্রতিবেশীদেরকে শিশুরা অনুকরণ ও অনুসরণ করে এবং এর থেকে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করে থাকে। তবে এই অনুকরণ ও অনুসরণের ক্ষেত্রে ভাল বা উত্তম চরিত্রের ব্যক্তিদের শিশুদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। তুলে ধরতে হবে ভালো সব গুণাবলি। প্লেটো এই অনুসরণ ও অনুকরণের ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা গুরুত্বসহকারে উপলব্ধি করেছেন। এছাড়া শিশুদের বিভিন্ন সুসাহিত্যের বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। তাদেরকে সংগীত শুনতে ও চর্চা করতে শেখানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের শিল্পচর্চায় উৎসাহী করে তুলতে হবে। উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও প্লেটো তাঁর শিক্ষা পদ্ধতিতে আরও কয়েকটি বিষয় অবতারণা করেছেন। যেমন :

প্রথম স্তর : শিশু-শিক্ষার্থীর মাঝে যখন স্বপ্ন, কল্পনা, অনুকরণ প্রবণতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল কাজ করে তখন এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য ও সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে।

দ্বিতীয় স্তর : শিশু শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। বৌদ্ধিক বিকাশের বৃদ্ধি অনুযায়ী শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে।

তৃতীয় স্তর : সৌন্দর্যের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করতে হবে। সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে শিশু শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান করতে হবে।

শেষ স্তর : এ পর্যায়ে শিশু শিক্ষার্থীদেরকে সত্য জানতে এবং ভালোবাসা শেখাতে হবে এবং জীবনে সঠিক পথ গ্রহণ করার শিক্ষা দিতে হবে।

প্লেটোর শিক্ষার পরিকল্পনা ও পাঠ্যক্রম

প্লেটো তাঁর শিক্ষাচিন্তায় আদর্শ রাষ্ট্রের চিত্র অংকন করেছেন। তার আদর্শ রাষ্ট্রের ভাবনায় তিনি বিভিন্ন শ্রেণির উল্লেখ করে তাদেরকে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদানের কথা বলেছেন। কেননা তিনি মনে করেন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্ভর করে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাব্যবস্থার উপর। প্লেটো সমাজভুক্ত নাগরিক সম্প্রদায়কে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা: 'শ্রমজীবী', 'যোদ্ধা' এবং 'দার্শনিক'। সমাজের যেসব নাগরিক তাদের প্রবৃত্তির দ্বারা বেশি পরিমাণে চালিত হয় তাদেরকে প্লেটো শ্রমজীবী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যারা দৈহিক এবং চরিত্রগত বেশি শক্তির অধিকারী তারা হবে যোদ্ধা শ্রেণির। আর যাদের মধ্যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার গুণ পরিলক্ষিত হয় তারা শাসক বা দার্শনিক পর্যায়ভুক্ত। প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Education)
খ. উচ্চতর শিক্ষা (Higher Education)

প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থায় জন্মের পর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন পরিপক্ক শাসক বা দার্শনিকের সফল চরিত্র চিত্রায়িত করা হয়েছে। প্লেটো তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণের কথা বলেছেন। প্লেটো কর্তৃক পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হলো :

প্রাথমিক শিক্ষা (Elementary Education)

প্লেটোর মতে এক থেকে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের সময়কাল। শিশুর জন্মের পর মা অথবা ধাত্রীর কাছ থেকেই শুরু হবে এই শিক্ষা এবং তা চলবে বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। এই প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন রূপ নেবে অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য অবারিত/উন্মুক্ত থাকবে। এই বিশ বছর সময়টাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করে দেখানো যেতে পারে।

ক. ১ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

এ সময় শিশুরা মা ও ধাত্রীর কাছ থেকে যেসব শিক্ষা গ্রহণ করবে তা রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত থাকবে। এমনকি রাষ্ট্র কর্তৃক বাছাইকৃত গল্পের বাইরে কোন গল্প শিশুদেরকে শোনানো যাবে না। নীতিগত সত্যের শিক্ষা এ পর্যায়ে শিশুকে দিতে হবে। শিশুর জন্য বৈধ এবং প্রযোজ্য শিক্ষা এ পর্যায়ে দিতে হবে বলে অভিমত দেন প্লেটো। এ সময় শিশুদের ধর্মীয় সত্য ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে। ইতিবাচক পৌরাণিক কাহিনির মাধ্যমে শিশুকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। নেতিবাচক কোনকিছু শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

খ. ৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

এই সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে সাধারণ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থী এই সময়ে সংগীত এবং ব্যায়ামের পাশাপাশি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন ও চর্চা করবে। এ বিষয়ে প্লেটোর চিন্তা ছিল অনেকটা এরকম ,

> Elementary education begins with a training in music, but as the time draws near when the youth will have to take his place as a member of the armed force of his city, it will be supplemented by gymnastic.[১১]

প্লেটো মনে করেন এই স্তরে সাহিত্য, সংগীত এবং গণিত পাঠের মধ্যে দিয়ে দৈহিক এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার বিকাশ এই পর্যায়ে ভালোভাবে ঘটবে। তবে তিনি শিক্ষার্থীর উপর কোন রকম জোর-জবরদস্তি না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা জবরদস্তিমূলক শিক্ষাতে মনের কোন কোন উন্নতি বা বিকাশ হয় না। তাই শৈশবের শিক্ষাকে তিনি আনন্দময় করে তোলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।[১২]

গ. ১৮ থেকে ২০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

প্লেটোর মতে শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে সংগীত, গণিত ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করবে।[১৩] ব্যায়াম ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত সৈনিক হিসেবে নিজেকে তৈরি করবে। তারা সত্যিকার দেশপ্রেমিক হিসেবে অভ্যন্তরীণ ও বহিশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়বস্তু :

এখন প্লেটো পরিকল্পিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিষয়বস্তু সর্ম্পকে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। তিনি দুই ধরনের বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন :

(ক) সংগীত।
(খ) ব্যায়াম।

ক. সংগীত

সাধারণ অর্থে আমরা সংগীত বলতে যা বুঝে থাকি প্লেটো কিন্তু তাঁর *The Republic* গ্রন্থে তা বুঝাননি। প্লেটো মূলত সংগীত শব্দটি দ্বারা একটি ব্যাপক বিষয়কে নির্দেশ করেছেন। প্লেটোর বিশ্লেষিত সংগীত শব্দের দ্বারা ব্যাপক অর্থে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয়কে বুঝিয়েছেন। তাঁর সংগীতচিন্তা সম্পর্কে আর এন শর্মা বলেন,

> In order to achieve balance in education, plato stressed the value of musical training as a supplement to training to gymnasties. Excericise is a source of bodily development while its music helps in the development of soul.[১৪]

প্লেটো মনে করতেন কোমলমতি শিশুদের সংগীতের মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হবে। তবে এই সংগীত হবে সহজবোধ্য আদর্শ নির্দেশক। কোন ধরনের জটিল বিষয়, রূপক বর্ণনা, ভ্রান্ত ধারণা, দুর্নীতি বা দুশ্চরিত্র বিষয় সম্পর্কে শিশুদেরকে শিক্ষা দেওয়া যাবে না।[১৫] কেননা এসব বিষয় শিশুমনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তাই এ সকল বিষয় থেকে সংগীতকে মুক্ত করার জন্য প্রচলিত সাহিত্যের বিভিন্ন কাহিনি এবং ভবিষ্যত সাহিত্য কর্মের উপর সেন্সরশিপ আরোপের কথা বলেছেন।

প্লেটো কর্তৃক আরোপিত সেন্সরশিপ : প্লেটো যে সকল বিষয়ে সেন্সরশিপ আরোপের কথা বলেছেন তা এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

১. ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট কাহিনি বর্জন

প্রচলিত সাহিত্যের যেসব কাহিনির মধ্যে ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট চরিত্র এবং বিষয় আছে সেসব বিষয় প্লেটো বর্জন করার কথা বলেছেন। কেননা এসব বিষয় শিশু মনে বিরূপ ধারণার জন্ম দেবে।[১৬] তাই নিকৃষ্ট কাহিনির প্রভাব বিস্তাররোধে প্লেটো মহৎ, মানবিক কাহিনির উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই মা এবং ধাত্রীদের শিশুদেরকে সবসময় মহৎ এবং মানবিক কাহিনি শেখাতে হবে। এই মহৎ এবং মানবিক কাহিনি দ্বারা তৈরি হবে আদর্শ মানুষ যাদের থাকবে সৎসাহস এবং সংযম।

২. দেবতা ও মহৎ ব্যক্তিদের চরিত্র বিকৃত করা যাবে না

সেসময়ে প্লেটো লক্ষ করলেন যে হোমার এবং হোসিয়ড রচিত বিভিন্ন কাহিনিতে দেবতাদেরকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। দেবতারা চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী। তাঁদের কাহিনিতে দেবতাদের মর্যাদা হানি করা হয়েছে। হোমার তাঁর কাহিনিতে আরো দেখিয়েছেন যে পৃথিবীতে অসৎ, শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা ভাল অবস্থায় থাকে এবং সৎ, ভাল কিংবা পূণ্যবানেরা অসুখী ও খারাপ অবস্থায় থাকে। তাই প্লেটো মনে করেন শিশুদেরকে এসব নেতিবাচক বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া যাবে না।[১৭] আদর্শরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীদেরকে এমন শিক্ষা প্রদান করতে হবে যাতে তারা মনে করে যে, শেষ পরিণতিতে সৎ এবং ভাল লোকেরা পুরস্কৃত হয়। আর পাপী বা অসৎ লোকেরা কঠিন শাস্তি ভোগ করে। ঈশ্বর সম্পর্কে শিশু মনে শুধুমাত্র কল্যাণকর ধারণা প্রদান করতে হবে। বীরপুরুষ ও মহৎ ব্যক্তিদের নেতিবাচক দিক পরিহার করে অবদান ও অর্জনগুলো তুলে ধরতে হবে।

৩. ধর্মবিরোধী সাহিত্য বর্জন করা

ধর্মের মূল ও মৌলিক শিক্ষাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনো উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। প্লেটো মনে করেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যাতে ধর্মভীরু এবং দেবত্ব চরিত্রের অধিকারী হিসেবে গড়ে ওঠে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষ এবং পাঠ্যপুস্তকে যেন ধর্মবিরোধী বিষয়কে স্থান না দেন। মোটকথা শিশু যেন ধর্মবিরোধী মনোভাব নিয়ে বেড়ে না ওঠে।

৪. রূপক কাহিনি বর্জন

ছোট শিশুরা রূপক কাহিনি এবং মূল ঘটনাকে অনেক সময় আলাদা করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে তারা রূপক কাহিনি দ্বারা বিভ্রান্ত বা ভুল শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই ক্ষুদে শিক্ষার্থীদেরকে রূপক কাহিনির মাধ্যমে শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকা উচিৎ বলে মনে করেন প্লেটো।

৫. খল নায়কের চরিত্র বর্জন করতে হবে

সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে ভিলেন বা খলনায়কের চরিত্র বর্জন করতে হবে। কেননা শিশুরা অনেক সময় খলনায়কের চরিত্র অনুকরণ করতে পারে। খলনায়ক বা ভিলেনের চরিত্রগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অসততা, স্বার্থপরতা, নিকৃষ্টতা, ঘৃণা ও ভয়ংকর রূপ দেখানো হয় যা শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই বিভিন্ন ধরনের খলনায়ক এবং ভিলেন চরিত্রগুলো শিশুশিক্ষার্থীর পাঠ্যক্রমে কখনও অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৬. মেয়েলি চরিত্র বর্জন

প্লেটো সব ধরনের সাহিত্য বা নাটকে নারী বা মেয়েলি চরিত্র বর্জনের কথা বলেছেন। প্লেটো মনে করতেন শিশুশিক্ষার্থীরাই একদিন দায়িত্বশীল ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলবে। তাই তারা যেন বৃদ্ধা বা যুবতী নারীর আচার-ব্যবহার ও চালচলন অনুসরণ না করে। গর্ব বা অহঙ্কারী নারী চরিত্র, সুখ-দুঃখে মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলা নারীদের চরিত্র শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় বলে তিনি মনে করতেন। তাই এসব চরিত্র পরিত্যাজ্য। এছাড়া উগ্র, উন্মাদ, দাস-দাসীদের চরিত্রও প্লেটো বর্জন করতে বলেছেন। এর বিপরীতে তিনি সত্য, সরল ও সুন্দর চরিত্রের অনুসন্ধান করতে বলেছেন।

খ. ব্যায়াম

প্লেটো তাঁর *The Republic* গ্রন্থে ব্যায়াম শব্দটি বৃহৎ তাৎপর্যে গ্রহণ করেছেন। এই ব্যায়াম শব্দটি দ্বারা তিনি শুধু দৈহিক ক্ষেত্রের অঙ্গ সঞ্চালনকে বুঝাননি, বরং দৈহিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য একটি সঠিক নীতি এবং এর অনুশীলনকে বুঝিয়েছেন। প্রতিনিয়ত শরীর চর্চা, খেলাধুলার অনুষ্ঠান, খাদ্য গ্রহণের নিয়মসহ প্রভৃতি বিষয় এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তবে প্লেটো খাদ্য গ্রহণে এবং ভোগ-বিলাসের উপর বেশ কিছু

কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। প্লেটো মনে করেন, একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের জনজীবনের জন্য সংগীত এবং ব্যায়ামশিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংগীত মানব চরিত্রকে সরল করে থাকে এবং ব্যায়াম মানুষকে সুস্থ রাখে।[১৮] সংগীত পছন্দ করে না এমন মানুষরা উচ্ছৃঙ্খল হয়। এই উচ্ছৃঙ্খল মানুষেরা ব্যক্তি জীবনে বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে। আবার অসুস্থ মানুষদের ঠিকানা হয় হাসপাতালে। প্লেটো এসব বিষয় লক্ষ করে রসিকতা করে বলে গেছেন, যে সমাজের পতন শুরু হয়েছে সে সমাজের শাসনকেন্দ্র বা ঠিকানা হলো বিচারালয় ও হাসপাতাল।

উচ্চতর শিক্ষা (Higher education)

প্লেটো মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষাপরবর্তী ২০ বছর বয়স পর্যন্ত যারা ভালো পারফরমেন্স, বিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা দেখাতে পারবে এবং যাদের আগ্রহ, উদ্দীপনা আছে তাদেরই পাওয়া উচিত উচ্চ শিক্ষার সুযোগ। প্লেটো নির্দেশিত উচ্চতর শিক্ষাকে তিনটি পর্যায় বা স্তরে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে। যথা-

১. ২০ বছর বয়স থেকে ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চতর গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তর্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হবে।[১৯] এই স্তরে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে মানবমঙ্গল বা কল্যাণকে উপলব্ধি করে।[২০] প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে এই ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে থেকে সৈনিক শ্রেণিকে বাছাই করা হবে।

১. ৩০ বছর বয়স থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

এই পর্যায়ের প্রধান পাঠ্য বিষয় হবে উচ্চতর দর্শনশাস্ত্র। যে-সকল শিক্ষার্থী উল্লিখিত শিক্ষার স্তরসমূহ ভালোভাবে অতিক্রম করবে, ৩০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর তাদেরকে একটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবেন শুধু তারাই দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। কেননা পরিপক্ক বয়স না হলে কারও পক্ষে দর্শন বিষয়ের জ্ঞান ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব না। উচ্চতর দর্শন অধ্যয়নকালে সে পরমসত্তা, পরমতত্ত্ব, বিশ্বজগতের স্বরূপ, উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পরিণতি, ভাল-মন্দের পৃথকীকরণ জ্ঞানসহ নানা বিষয় জানার প্রয়াস লাভ করবে। ৩১ বছর থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত পাঁচ বছর মেয়াদী দর্শনশিক্ষা এই স্তরে শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে।

২. ৩৫ বছর থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা

পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত অভিভাবক শ্রেণি সামরিক বিভাগ এবং সরকারি শাসনকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবেন। এ সময় তাঁদেরকে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রদান করা হবে। এই শাসন ব্যবস্থায় তারা সুদীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত করবেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। এভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান অর্জনের মধ্যে দিয়ে যারা পরম-উত্তমের জ্ঞান লাভ করবেন তাঁরা শাসক হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন। আর প্লেটো মনে করেন পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁদেরকে নির্জন কোনো দ্বীপে নিঃসঙ্গ বা নীরব স্থানে সাধনারত থাকতে হবে যাতে কোনো প্রকার প্রলোভন দ্বারা আকৃষ্ট না হয়ে তাঁরা সুদৃঢ় চারিত্রিক গুণাবলি অর্জন করেন। আর এসব প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ দার্শনিক শাসকের দ্বারা ব্যক্তির নিজস্ব এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যাপক কল্যাণ সাধিত হবে।

সমালোচনা

প্রথমত : প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থে শিক্ষাব্যবস্থার যে চিত্র আমরা দেখি তা খুব ব্যয়বহুল। তাছাড়া সমগ্র জীবনব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে যেখানে বৃদ্ধ বয়সে শাসক শ্রেণিকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব অর্পণ

করা হবে যা সব সময় ভালো ফল বয়ে আনবে। তাই প্লেটোর শিক্ষাতত্ত্ব বিভিন্ন জন কর্তৃক নানাভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।[২১] তরুণ সম্প্রদায়ও যে তাদের মেধার বলে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে পারে প্লেটো তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই প্লেটো তরুণদেরকে প্রশাসন কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। তারুণ্যের শক্তি ও মেধাকে প্লেটো এক্ষেত্রে বুঝতে সমর্থ হননি। বাস্তবে আমরা দেখছি তরুণরা বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা থেকে শুরু করে নতুন নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে।

দ্বিতীয়ত : প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থায় অভিভাবক শ্রেণিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যদিও তাঁর কল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় কৃষক, শ্রমিক শ্রেণির কথা বলা হয়েছে, তবুও তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটা মূলত অভিজাত শ্রেণির প্রতি এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে যা তাঁর মতো দার্শনিকের কাছ থেকে কাম্য নয়।

তৃতীয়ত : প্লেটো সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেন্সরশিপ আরোপ করার কথা বলে প্রকারান্তরে কবিতা, কলা ও শিল্পকলার চিন্তন, কল্পনা ও সৃজনশীলতার বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন। আর এটি মানব-মনের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হিসেবে বিবেচিত। তাছাড়া শিল্পের মধ্যে দিয়ে মঙ্গল বা অমঙ্গল উভয় বিষয়ই প্রকাশিত হতে পারে। কবিতা, সাহিত্য, সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে মহৎ মানবোচিত সত্যের প্রকাশ ঘটে থাকে। তাই এখানে কোনো ধরনের সেন্সরশিপ আরোপ গ্রহণযোগ্য নয়। সেন্সরশিপ আরোপ করলে মানব-চিন্তার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে যা সভ্যতা বিকাশের পথে হুমকি স্বরূপ।

চতুর্থত : প্লেটো তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র ও বিজ্ঞানশাস্ত্রসমূহের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়, সাহিত্য, আইন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়সমূহকে উপেক্ষা করেছেন যার ফলে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

পঞ্চমত : প্লেটো তাঁর প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে ভবিষ্যৎ আইন-প্রণেতার জন্য কোন ধরনের আলোচনা করেননি। এখানে তিনি আইন, অর্থনীতি এবং সামরিক কলা-কৌশল সংক্রান্ত আলোচনার জন্য কোন ধরণের প্রস্তাব দেননি।[২২]

ষষ্ঠত : অর্থাৎ তাঁর নিজের আলোচনায় স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। তাঁর শিক্ষানীতি তাত্ত্বিক দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হলেও প্রায়োগিক দিক দিয়ে ফলাফল শূন্য অর্থাৎ বাস্তবে তা প্রয়োগযোগ্য নয়।[২৩]

তিনি যেভাবে শিক্ষার ধারাবাহিক বিন্যাস করেছেন বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগযোগ্য কিনা সে বিষয়টা নিয়ে অনেকেই কড়া সমালোচনা করেছেন। আসলে জীবনব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি *ল* এবং *রিপাবলিক* গ্রন্থে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে।[২৪]

সপ্তমত : প্লেটো নির্দেশিত শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু পুরুষ শিশুদেরকে দেশের শাসনভার গ্রহণের কথা বলা হয়েছে যা একদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অন্যদিকে নারীর অগ্রগতি ও প্রগতির পক্ষে অন্তরায়। এখানে নারীদেরকে পুরুষ-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অবজ্ঞা করা হয়েছে যা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি যুবতী নারী এবং বৃদ্ধার আচার-ব্যবহার ও চালচলনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছেন যা জেন্ডার বৈষম্যের পর্যায়ে পড়ে। প্লেটোর মতো জগদ্বিখ্যাত দার্শনিকের কাছ থেকে আমরা এই ধরনের জেন্ডার বৈষম্য এবং নারীর প্রতি অবমাননা আশা করতে পারি না।

মূল্যায়ন

উপর্যুক্ত সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বকে কোনভাবে খাটো করে দেখা চলে না। ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অতীতে অনেক প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ পণ্ডিত প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থকে শিক্ষা সম্পর্কিত এক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত অধ্যাপক S.J. Curtis এবং M.E.A Boultwood এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য তাঁরা বলেন, "Plato makes numerows reference to education, the most complete expression of his views is to be found in the Republic and the Laws."[২৫] বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্লেটো যে গঠনমূলক এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা নিঃসন্দেহে চমৎকার। ব্যায়াম এবং সংগীত ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে যে চমৎকার সমন্বয়ের কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে অনবদ্য এবং যুগোপযোগী। প্লেটো তাঁর শিক্ষাদর্শনে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির কথা বলেছেন। যার ফলে যুবকদের সুস্থ ও সুখী করে গড়ে তোলা যায়। প্লেটো উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা ছাড়া কোনভাবে ব্যক্তির যেমন উন্নতি সম্ভব নয়, তেমনি তার সৃজনী ক্ষমতা, স্বশাসনিক ক্ষমতা সম্ভব নয়। শিক্ষা মানুষকে সত্য ও কল্যাণের পথে অগ্রগামী করে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করে।[২৬] প্লেটোর সবচেয়ে বড় অবদান হলো সেই যুগে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা কখনও সর্বজনীন রূপ নিতে পারবে না। তাই তিনি তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় রাষ্ট্রকে সঠিক দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। আর একটি মানবকল্যাণমুখী রাষ্ট্র তার জাতি গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষাক্ষেত্রে কোন প্রকার অবহেলা করলে তা কখনও ভাল ফল বয়ে আনবে না প্লেটো সেকথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর শিক্ষাপরিকল্পনায় বিশ্ববাসীকে উদ্দেশ্যে করে বলে গেছেন। মোট কথা বিশ্বে শিক্ষণ ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত প্লেটোর হাত ধরেই ঘটেছে। প্লেটোর শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাব্যবস্থায় লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উর্ধ্বে উঠে সকলের সহজাত গুণাবলি প্রকাশের দিকে নজর দেয়া হয়েছে। শিশু শিক্ষার্থীর বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি অভ্যাস এবং যুক্তি বা বুদ্ধির ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন।[২৭] তাই প্লেটোর শিক্ষাদর্শনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম ও অনস্বীকার্য।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *গ্রিক দর্শন : প্রজ্ঞা ও প্রসার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০৮), পৃ. ৬৭

২. S . J. Curtis and M. E. A Boultwood, *A Short History of Educational Ideas*, 4th ed. (London : University Tutorial Press Ltd., 1965), p.1

৩. ড. শরিফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৪

৪. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শন কোষ* (ঢাকা : প্যাপিরাস, ২০০২), পৃ. ৩১২

৫. সুশীল রায়, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন* (কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সি, ২০০১), পৃ. ৬৯

৬. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪

৭. সুশীল রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৬

৮. আনোয়ারুল্লাহ ভূইয়া, *শিক্ষাদর্শন : তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ২৬৮

৯. *তদেব*

১০. সুশীল রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৭

১১. S . J. Curtis and M. E. A Boultwood, op.cit., p.10

১২. সরদার ফজলুল করিম (অনূদিত), *প্লেটোর রিপাবলিক* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৩৩২

১৩. Dalaganjan Naik, *Educational Philosophy* (New Delhi : Kalyani Publishers, 2004), p. 135

১৪. Dr. R. N. Sharma, *Philosophy and Sociology of Education*, (Delhi : Surjeet Publications, 2004), p. 40

১৫. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫

১৭. S . J. Curtis and M. E. A Boultwood, *op.cit.,* p.11

১৮. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬

১৯. Dr. R. N. sharma, *op.cit.,* p. 40

২০. মোহাম্মদ আবদুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

২২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

২৩. সুশীল রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৯

২৪. S . J. Curtis and M. E. A Boultwood, *op.cit.,* p. 22

২৫. *Ibid,* p. 4

২৬. শামসুল কবীর, আ. স. ম. মুজাম্মিল হক, মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, *শিক্ষানীতি পরিচিতি* (গাজীপুর : স্কুল অভ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ১০৩

২৭. এম এ ওহাব, সেলিনা আক্তার, সুনীল কান্তি দে, নুসরাত সুলতানা, *শিক্ষার ভিত্তি* (গাজীপুর : স্কুল অভ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫), পৃ. ২১২